জনকণ্ঠ

তারিখ ... 25 FEB 2003
পৃষ্ঠা ... ২০

বিশ্বজুড়ে নারী

ক্যাম্পাসে নারী নির্যাতন বেড়েছে

ফারহানা মিলি

একসময় ভারতের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একটি সমস্যা বেশ তীব্র ছিল। নবাগত ছাত্রছাত্রীরা হল বা হোস্টেলে সিনিয়রদের র‍্যাগিংয়ের শিকার হতো। সিনিয়রদের এ বিচিত্র আচরণের প্রেক্ষিতে অনেকে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ত। এখন যুগ পাল্টেছে। ভারতের ক্যাম্পাসগুলো শুধু নবাগত কেন, পুরনো ছাত্রছাত্রীদের জন্যও আর নিরাপদ জায়গা নয়। বিশেষ করে ছাত্রীরা নানা পক্ষের হাতে নির্যাতিত হচ্ছে। এমন ক'টি ঘটনা ইদানীং গোটা দেশকে আলোড়িত করেছে। সাহারানপুরের কেডি জৈন কলেজের এক ছাত্রী মুসৌরিতে কলেজ ট্যুরে গিয়ে ধর্ষিত হয়। আহত ছাত্রীটি পরে মারা যায়। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী চলন্ত গাড়ির মধ্যে গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে উড়িয়ে দেয়া যেত। কিন্তু বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। এদের একজন ভূপালের ন্যাশনাল ল' ইনস্টিটিউটের পরিচালক। তার বিরুদ্ধে ছাত্রীদের ওপর যৌন নিপীড়ন চালানোর লিখিত অভিযোগ আনা হয়েছে। ইন্দোরের একজন সাবেক কলেজ অধ্যক্ষকেও দাঁড়াতে হয়েছে একই ধরনের অভিযোগের মুখোমুখি। বসে নেই পুলিশ কর্মকর্তারাও। ছাত্রীদের ওপর যৌন নির্যাতন করছে তারাও। ত্রিপুরা পুলিশের সাবেক মহাপরিচালকের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ এসেছে।

ঘটনাগুলোর প্রেক্ষিতে ভারতের সুধী সমাজ নড়েচড়ে বসেছে। সচেতন হয়ে উঠেছে শিক্ষার্থীরাও। বিস্ফোভে ফেটে পড়ছে তারা। পাতিয়ালার শারীরিক শিক্ষা কলেজের শত শত ছাত্রছাত্রী ছাত্রীদের ওপর যৌন নির্যাতনের প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে র‍্যালি বের করেছে। সরকারের পক্ষ থেকে ইদানীং বেশকিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দিল্লীর সাবেক ইউনিয়ন ল' মন্ত্রী ইয়ানা কৃষ্ণমূর্তি গত জানুয়ারিতে নতুন একটি আইন পাস করেছেন। এ আইন অনুযায়ী এখন থেকে বিশেষ আদালতে খুব দ্রুত যৌন নিপীড়নের মামলাগুলোর বিচার কাজ শেষ হবে। এ লক্ষ্যে যৌন নির্যাতন (বিশেষ আদালত) বিল ২০০৩ পাস হতে যাচ্ছে। পার্লামেন্টের বাজেট সেশনেই বিলটি তোলা হবে।

কিন্তু এতে সাধারণ ছাত্রীরা সামান্য সান্ত্বনা খুঁজে পাবে। কারণ, ক্যাম্পাসের বেশিরভাগ নিপীড়কের পরিচয় পেয়ে চমকে উঠতে হয়। এ পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উঠেছে ৩৮৩ জনের বিরুদ্ধে। জরিপে দেখা গেছে, এদের পাঁচজন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট। ৯২ জন গ্র্যাজুয়েট। ৭১ জন উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ। ২৪ জন মাত্র অশিক্ষিত। নিপীড়নের ধরনও বিচিত্র। ২৮৬ জন নিপীড়ক অশ্লীল কথা বলে ছাত্রীদের পীড়ন করেছে। আর ৬৯ জন বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ আচরণ করেছে। বাকিগুলো ধর্ষণের ঘটনা। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, অভিযোগকারীরা ছাত্রীদের ওপরই এর দায় চাপাচ্ছে। ২০০ জন বলেছে, সংশ্লিষ্ট ছাত্রীর দেহসৌন্দর্য তাদের এ কাজে প্রলুব্ধ করেছে। দশ জন নিপীড়ক এ দায় চাপিয়েছে ছাত্রীদের পোশাকের ওপর।

তবে ছাত্রীদের সাধারণত সবসময়ই ক্যাম্পাসে অশ্লীল মন্তব্য শুনতে হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা খোলাখুলি এ অভিযোগ করেছেন। কিন্তু সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এসব নিপীড়নকে 'যৌন নিপীড়ন' নাম দিতে রাজি নয়। অথচ হল-হোস্টেলে থাকা ছাত্রীদের নব্বই শতাংশেরও বেশি কোন না কোন ধরনের যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। তাই ছাত্রীরা অশ্লীল মন্তব্য বা অঙ্গভঙ্গিকে 'ইভ-টিজিং' নাম দিয়ে হাল্কা করার বিরোধী। সমস্যাগুলো ভারতের দায়িত্বশীল পক্ষগুলোকে বেশ বিব্রত করছে। তবে সেদেশের বিভিন্ন মহলের সচেতন প্রয়াস সমস্যাটিকে সহজে এড়িয়ে যাবার সুযোগ কাউকে দেবে না, একথা নিশ্চিত বলা যায়।

সূত্র ॥ বিদেশী পত্রিকা